আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন

জেলা: ফেনী

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : ০২ আগষ্ট, ২০২০ বুলেটিন নং ১৬৮	০২ আগষ্ট হতে ০৬ আগষ্ট, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (২৯ জুলাই হতে ০১ আগষ্ট, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত)

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	২৯ জুলাই	৩০ জুলাই	৩১ জুলাই	০১ আগষ্ট	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	৩.০	১১.০	০.০-১১.০ (১৪.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩২.৬	৩৩.২	৩৪.০	৩৫.৬	৩২.৬-৩৫.৬
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৬.০	২৬.৩	২৬.৮	২৭.০	২৬.০-২৭.০
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৭৩.০-৯৩.০	৬৬.০-৯৩.০	৫৮.০-৯৬.০	৬২.০-৯৫.০	৫৮-৯৬
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৩.৭	৫.৬	১.৯	০.০	০.০-৫.৫৫
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৮	৭	৭	৭	৭-৮
বাতাসের দিক	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
০২ আগষ্ট হতে ০৬ আগষ্ট, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	২.১-৪২.৯ (৯৬.৪)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩০.৮-৩৪.৯
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৫.৭-২৬.৯
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৮০.০-৯৪.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৪-৫.৬
মেঘের অবস্থা	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন আকাশ
বাতাসের দিক	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ ও এর প্রার্দুভাব নিয়ন্ত্রণে কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বিশেষ পরামর্শ: পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং অন্যান্য কৃষিকাজ করার সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন ও সামাজিক দূরত্ব (পরস্পরের মধ্যে কমপক্ষে ৩ফুট দূরত্ব) বজায় রাখুন । করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঝুঁকি হ্রাসে সকলে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা গুলো অনুসরণ করুন।

মুখ্য আবহাওয়া পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস

মৌসুমী বায়ুর অক্ষ পাঞ্জাব, হরিয়্যানা,উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে উত্তরপূর্ব দিকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে দূর্বল থেকে মাঝারী অবস্থায় বিরাজ করছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসাথে জেলার কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের প্রবনতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

গত চারদিনে জেলায় সামান্য থেকে হালকা বৃষ্টি হয়েছে এবং মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচদিন হালকা থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

বিস্তারিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ নীচে দেওয়া হলো।

আউশ ধান:
থোড় থেকে পরিপক্ক পর্যায়

- কাইচথোড় পর্যায়ে ৫-৭ সে.মি পানির স্তর বজায় রাখুন।
- আউশ ধানের পাতায় ব্লাষ্ট এবং পাতায় দাগ রোগ দেখা দিলে কার্বান্ডাজিম @২গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- উচ্চ আর্দ্রতার কারণে (গরম এবং আর্দ্র আবহাওয়া) ফসলে রোগবালাইয়ের আক্রমণ বেড়ে যায় । তাই এক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রতিষেধক মূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ধানের মাজরা পোকা, গল মাছি, সাদা এবং বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমন দেখা দিলে কার্বফুরান ৩ জি@ ৩৩ কেজি প্রতি হেক্টরে এবং কাটুই পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ক্লোরোপাইরিফস অথবা ডাইক্লোরোভেক্স অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।
- মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ার কারণে ধানের পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে, ট্রাইকোগামা বোলতার সাহায্যে এটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- ধানের খোলপোড়া রোগ প্রতিরোধে জমি আগাছা মুক্ত রাখুন।
- এসময় ধানে গান্ধিপোকা এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধিপোকা দমনে কার্বাইল ৫০ডব্লিউপি@২গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর উদ্ভিদ সংরক্ষণের কাজগুলি করুন।

আমন ধান:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশণ করুন।
- মূলজমি প্রস্তুতের কাজ শুরু করুন। জমি প্রস্তুতের শেষ ধাপে প্রতি হেক্টর জমিতে ৯০কেজি টিএসপি, ৭০কেজি এমওপি, ১১ কেজি জিঙ্ক এবং ৬০কেজি জিপসাম প্রয়োগ করুন।
- মূলজমি প্রস্তুতের পর চারা রোপনের কাজ সর্ম্পূণ করুন্।
- চারার বয়স ২৫-৩০ দিন হলে মূল জমিতে চারা রোপন করুন।

- মূলজমিতে চারাগাছ লাগানোর আগে ভালোভাবে ধুয়ে নিন ।
- আমন চারা খুব বেশী গভীরে রোপন করবেন না এবং কোনো চারা নষ্ট হলে এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন চারা লাগান । সর্বোচ্চ কুশি পর্যায়ে জমিতে পানির স্তর ৫-৭ সেমি রাখুন।
- চারা রোপনের ১-৩ দিনের মধ্যে অনুমোদিত আগাছানাশক প্রয়োগ করুন।
- অবিরাম বৃষ্টিপাতের কারনে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সেজন্য বীজতলা/মূল জমির নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার রাখুন।
- চারা রোপণের ১৫-২০ দিনের মধ্যে ১/৩ নাইট্রোজেন সার বৃষ্টি নাই এমন দিনে উপরি প্রয়োগ করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে খোলপোড়াসহ বিভিন্ন ছত্রাকজনিত রোগের প্রকোপ বাড়তে পারে। আগস্ট-অক্টোবর মাস রোগ বিস্তার লাভের উপযুক্ত সময়। রোগ নিয়ন্ত্রণে করণীয়- ১) জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন ২) অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন ৩) ট্রাইকোগামা ব্যবহার করুন ৪) প্রোপাকোনাজল + ডাইফেনোকোনাজল ১মিলি/লিটার অথবা কাবার্ন্ডাজিম (ব্যভাষ্টিন) ১গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- জাত নির্বাচনে ব্রি ধান ৩০, ব্রি ধান ৩২, ব্রি ধান ৩৯, ব্রি ধান ৪৯, ব্রি ধান ৬২, ব্রি ধান ৭১, ব্রি ধান ৭২, ব্রি ধান ৭৫, ব্রি ধান ৮০, ব্রি ধান ৮৭, ব্রি ধান ৯০, ব্রি ধান ৯৩, ব্রি ধান ৯৪, ব্রি ধান ৯৫, বিনা ধান-১১, বিনা ধান-১৬ এবং বিনাধান-২২ সংগ্রহ করা যায়।
- এসময় ধান গাছে হলুদ মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। পোকা নিয়ন্ত্রনে কার্বফুরান @১০কেজি/হে: জমিতে স্প্রে করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর উদ্ভিদ সংরক্ষণের কাজগুলি করুন।

সবজি:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- আকাশ পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত সার প্রদান থেকে বিরত থাকুন্
- দমকা হাওয়া যেন সজি গাছের ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। বিশেষ করে লতানো জাতীয় সজির গাছের প্রতি ব্যবস্থা নিন। বর্ষা মৌসুমে নতুন বাগান করুন।
- বেগুনের চারা রোপণের উপযোগী হলে ৬০ সেমি X ৬০ সেমি দূরত্বে চারা রোপণ করুন। খরিফ সজি যেমন: ঢেঁড়শ, কুমড়া, শশা, ধুন্দুল, লাউ এর বীজ বপন করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে মিষ্টি কুমড়া, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা এবং শসাতে বিটলের আক্রমণ দেখা দিলে ডাইমেক্রন অথবা রগর(১মিলি/লিটার পানি) স্প্রে করুন।
- সজিতে পাতা শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ডাইমিথেয়ট@ ২মিলি অথবা এসিফেট @ ১.৫ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- টমেটো, বেগুন, মরিচ, লাউ,সীম এবং ঢেঁড়সের বীজ বপন করুন।
- করলার ফুল থেকে ফল পর্যায়ে পচন দেখা দিতে পারে। পচনরোধে এসএএফ@২গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- বেগুন, টমোটো, ঢেঁড়সের জমির আগাছা দমন করুন।
- টমেটো, বেগুন, মরিচ, লাউ, ঢেঁড়স এবং অন্যান্য সজিতে প্রয়োজন অনুযায়ী আন্ত:পরিচর্যা করুন।

- ভালমানের শীতকালীন সজি বীজ সংগ্রহ করুন।
- মরিচ এবং অন্যান্য সজিতে এসময় বিভিন্ন ধরনের রোগবালাইয়ের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর উদ্ভিদ সংরক্ষণের কাজগুলি করুন।

উদ্যান ফসল:

- আম বাগানের পরিচর্যা করুন।
- উদ্যান ফসল বিশেষ করে ডালিমের ব্যাকটেরিয়া জনিত পাতা পোড়া রোগ দমনে সর্তকতার সাথে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

- পেয়ারা বাগানে গর্তের মাটি নিয়ে ২০-২৫ কেজি গোবর সার এবং ৫০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন। আম, আমলকি এবং কুল বাগানে গর্তের মাটি নিয়ে ৩০ কেজি গোবর সার, ২৫০ গ্রাম এসএসপি এবং ৫০-১০০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন।
- যেহেতু যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়েছে তাই আম, পেয়ারা এবং নারকেল গাছের গর্ত তৈরী করুন।
- কলাগাছ রোপনের এখনই উপযুক্ত সময়। কলা বাগানের আন্ত:পরিচর্যা করতে হবে। ঝড়ো হাওয়া থেকে গাছকে রক্ষার জন্য খুটির ব্যবস্থা করুন।
- মৌসুমী বৃষ্টিপাতের কারণে কলায় সিগাটোকা রোগ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিরোধের জন্য ২০গ্রাম/লিটার হারে সিউডোমোনাস স্প্রে করুন। আক্রমণ বেশি হলে ২ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ মিলি প্রোপিকোনাজল ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার দুই পাশে স্প্রে করুন।
- কলার জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশণ করুন।
- পেঁপের মিলিবাগ নিয়ন্ত্রণে ক্লোরোপাইরিফক্স ১.৫% অথবা ম্যালাথিয়ন ৫% গুড়া ব্যবহার করুন।

পাট:

- পাট কর্তণ (৪মাস বয়সী গাছ) ও রেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। আগাম ও যথাসময়ে বপনকৃত দেশী পাট এই সপ্তাহে সংগ্রহ করে জমিতে ৩-৪ দিন দাঁড় করিয়ে রাখুন যাতে পাতা ঝরে যায়।
- বৃষ্টির কারনে যদি পাটের জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং ২/৩ দিনের মধ্যে নিষ্কাশন করা সম্ভব না হয় তাহলে যত দ্রুত সম্ভব কর্তনযোগ্য পাট কেটে পানিতে জাগ দিতে হবে।
- রৌদ্রজ্জল দিনে পাটের আঁশ যথাযথভাবে শুকাতে দিন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুকে তুলনামূলকভাবে উচুঁ জায়গাতে রাখুন।
- গোয়ালঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনো রাখুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ দেখা দিতে পারে। রোগ নিয়ন্ত্রনে নিচের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে:

    - ❖ গবাদি পশুকে শুধুমাত্র শুকনো খাবার দিন।
    - ❖ খামার সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন।
    - ❖ জীবাণুনাশক দিয়ে মেঝে পরিষ্কার করুন।
    - ❖ খামারের মেঝেতে যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
    - ❖ চারণভূমি শুকনো হতে হবে।
    - ❖ পশু আক্রান্ত হলে ০.০১% পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিয়ে আক্রান্ত অংশ পরিষ্কার করতে হবে দিনে ২-৩বার।

- গবাদি পশুকে ক্রিমিনাশক ঔষধ খেতে দিন।
- নিয়মিত টীকা দিন।
- গবাদি পশুতে ডায়রিয়া সহ যেকোন ধরনের রোগের সংক্রমণ দেখা দিলে দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- হাঁসমুরগীকে ভেজা খাবার খেতে দেবেন না।
- হাসঁ-মুরগীকে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- হাঁসমুরগীকে নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমানে পুষ্টিকর খাবার এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গাতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করুন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন।

মৎস্য:

- প্রয়োজন অনুযায়ী পুকুরে ক্যালসিয়াম কার্বনেট অথবা চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের চারধার ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন।
- মাছের প্রজনন বৃদ্ধি ও অন্যান্য পরামর্শ এর জন্য নিকটস্থ মৎস্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন।
- পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ার এখনই উপযুক্ত সময়। পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে দিন।
- উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে অনুমোদিত উৎস থেকে উপযুক্ত মাছের রেণু সংগ্রহ করুন।